بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ঐতিহাসিক ক্লাসে অংশ নেওয়ার সুযোগ লাভ করলো জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

"এটা নির্ধারিত ছিল যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর মাধ্যমে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পতাকা-তলে বিশ্ব একত্রিত হবে"— হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ (বাংলাদেশ আহমদীয়া মুসলিম মিশনারী কলেজ)-এর শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে ৬০ মিনিটের একটি অনলাইন ক্লাস পরিচালনা করেন।

এই প্রথমবারের মতো হুযূর আকদাস জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ-এর কোনো ক্লাস পরিচালনা করলেন এবং এভাবে, প্রশিক্ষণার্থী মুবাল্লেগগণ (ধর্মপ্রচারক) সম্মিলিতভাবে হুযূরের সঙ্গে [অনলাইনে] সাক্ষাতের এবং তাদের এই ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতার দিক-নির্দেশনা ও দোয়া লাভের সুযোগ পেলেন।

হুযূর আকদাস যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে সভার সভাপতিত্ব করেন, আর জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ-এর শিক্ষার্থীগণ এবং শিক্ষক-মণ্ডলী [বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের পঞ্চগড় জেলার] আহমদনগরে অবস্থিত জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ কম্প্লেক্স থেকে যোগদান করেন।

পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু করা হয়। এর পরে ছিল একটি নযম (ধর্মীয় কবিতা) এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীস এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মলফুযাত [আলোচনা সংকলন] থেকে চয়নকৃত কিছু অংশ।

একটি ভিডিও উপস্থাপনার মাধ্যমে হুযূর আকদাস (আই.)-কে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ভবন ও এর পার্শ্ববর্তী যে-সব এলাকায় আহমদী মুসলমানরা বসবাস করেন তা দেখানো হয়।

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ-এর প্রিন্সিপাল বাংলাদেশে জামেয়া আহমদীয়ার ইতিহাস এবং সূচনালগ্ন থেকে এর অগ্রগতির এক চিত্র তুলে ধরেন।

জামেয়া আহমদীয়ার শিক্ষামূলক পাঠ্যক্রম কীভাবে উত্তমরূপে অধ্যয়ন এবং শিক্ষণ করা যায়, সে বিষয়ে হুযূর আকদাসের দিক-নির্দেশনা চান একজন ছাত্র।

এর জবাবে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"শেখার সবচেয়ে ভাল উপায় হলো তুমি ক্লাসে কী পড়তে যাচ্ছো, তা আগে-ভাগেই পড়তে হবে। তোমার শিক্ষকদেরকে পূর্বেই জিজ্ঞাসা কর, সামনে তারা কী বিষয়ে শিক্ষাদান করতে যাচ্ছেন। এরপর ক্লাসে যা শেখানো হয়, হোস্টেলে ফিরে আসার পর তা পুনরায় পড়। এভাবে ক্লাসের পাঠ্যবিষয় আগে থেকেই পড় এবং পরবর্তীতে তা পুনরায় পড়। এইভাবে তুমি এটা স্মরণ রাখতে সক্ষম হবে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কাছেও দোয়া কর যেন তিনি তোমার মেধাকে আলোকিত করেন এবং তুমি যা অধ্যয়ন করছো তা স্মরণ রাখতে সক্ষম করেন।"

সর্বশক্তিমান প্রভুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ প্রেমের বন্ধন গড়ে তোলা সম্পর্কিত আরেকটি প্রশ্ন ছিল।

এর উত্তরে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"তোমরা যদি আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর, তবেই তোমরা তাঁর প্রিয় হয়ে উঠবে। ভালবাসা অবশ্যই পারস্পরিক হতে হবে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহাবীগণ কী করেছিলেন? পবিত্র কুরআন অনুসারে, সাহাবীগণ মহানবী (সা.)-কে ভালবাসতেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে যে, মুসলমানদেরকে অবশ্যই মহানবী (সা.)-এর প্রতি আনুগত্যশীল হতে হবে এবং বলা হয়েছে যে, 'আমাকে অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহ্‌ও তোমাদেরকে ভালবাসবেন।' তাহলে আনুগত্য কী? এটা হচ্ছে মহানবী (সা.)-এর রীতি অনুসরণ করা এবং তাঁর (সা.) মতোই পূর্ণ ভক্তি ও একাগ্রতার সঙ্গে নামায আদায় করা।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

"মহানবী (সা.) নফল নামায আদায় করতেন, আর তাই তোমাদেরও তা করা উচিত। হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র স্মরণে সময় কাটাতেন, আর তাই তোমাদেরও তা করা উচিত। তিনি (সা.) মানুষদেরকে সর্বোত্তম আচার-আচরণ ও দয়ার সাথে গ্রহণ করতেন। আর তাই তোমাদেরও মানুষের সাথে এভাবেই সাক্ষাৎ করা উচিত। যদি আমরা এভাবে কাজ করি, তবেই আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্রে পরিগণিত হবো।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

"অতএব দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের নামায যথাযথ যত্নের সাথে আদায় কর, পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত কর এবং অনুধাবন করার চেষ্টা কর, এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশনা অনুসারে কাজ কর। তোমার ইবাদতের পাশাপাশি মানুষের অধিকারসমূহও আদায় কর। এগুলোই এমন বৈশিষ্ট্য যা কাউকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র প্রিয় করে তোলে এবং এই গুণগুলোই একজন মুবাল্লিগের নিজের হৃদয়ে ধারণ করা উচিত। যখনই তুমি নিজের মধ্যে এই গুণাবলী ধারণ করবে, তখনই তুমি একজন সফল মুবাল্লিগে পরিণত হবে। যারা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র প্রতি [মানুষকে] আহ্বান করেন, তুমিও তাদের মধ্যে থাকবে এবং তুমিও সেই ব্যক্তিদের অন্তর্গত হবে, যারা মানুষের অধিকার পূরণ করার প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণকারী হয়ে থাকেন। তোমাকে প্রথমে নিজের উচ্চ নৈতিক মান স্থাপন করতে হবে— আর তাহলেই তুমি একজন সফল মুবাল্লিগ হতে পারবে। এটাই তোমাকে খোদা তা'লার প্রিয়পাত্র করে তুলবে।"

আরেকজন ছাত্র জিজ্ঞাসা করেন, কীভাবে তারা নিজেদের মধ্যে জীবন উৎসর্গের প্রকৃত চেতনা গড়ে তুলতে পারেন।

এর উত্তরে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"সবসময় মনে রাখবে যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-কে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'লা একটি ইলহামে বলেছেন, 'তোমার বিনয়ী ভাবে তিনি সন্তুষ্ট।' আর তাই বিনয়ী হও। জ্ঞান লাভের পর কখনও অহঙ্কারের শিকার হবে না। সত্যিকার অর্থে বিনয় অবলম্বন কর আর প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র কথাগুলো মনে রাখবে যে, 'আমি ছিলাম দরিদ্র ও অসহায়, অজানা এবং অদক্ষ'।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ আরও বলেন:

"তাই নিজের মধ্যে দৃঢ় উপলব্ধি সৃষ্টি কর যে, 'আমি কিছুই ছিলাম না এবং আল্লাহ্ আমাকে জামেয়াতে আসার সামর্থ্য দিয়েছেন এবং তিনি আমাকে একজন মুবাল্লিগ হিসেবে জামেয়া থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার এবং অন্যদেরকে সেবা করার ও তাদের নৈতিক প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিত করার সুযোগ দিয়েছেন। আল্লাহ্ আমাকে ইসলামের বাণী প্রচারের সুযোগ দিয়েছেন এবং তিনি আমাকে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের সক্ষমতা দান করেছেন।' যদি তুমি এভাবে চিন্তা কর, তবে স্বাভাবিকভাবেই তা তোমার মধ্যে নম্রতাবোধকে জাগিয়ে তুলবে এবং খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জন করাবে।"

বিভিন্ন বিশ্বনেতা এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ সম্পর্কে জানতে চাইলে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"প্রথমত, আমরা কখনই কাউকে ভয় করবো না। আমরা আহমদী মুসলমান। আর তাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত যে, কারও দ্বারা প্রতাপান্বিত হওয়ার প্রয়োজন নেই আমাদের। সর্বোপরি, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এই ঐশী বাণী প্রাপ্ত হয়েছিলেন যে, 'তোমাকে প্রতাপ দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে'। উপরন্তু, এই ধরনের সাক্ষাতের আগে আমি দোয়া করি, যেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ আমাকে সাহায্য করেন এবং যাদের সাথে (প্রতি) আমি কথা বলবো, তাদের মন উন্মুক্ত আর হৃদয়কে কোমল করে দেন। এছাড়াও, আমি অন্যান্য দোয়াও করি। তাই সবসময় মনে রাখবে যে, কাউকে ভয় পাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

"আমরা সেই-সকল মানুষ, যাদের ওপর বিশ্ববাসীকে পথ দেখানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। যখনই তোমরা এটা বুঝতে পারবে আর উপলব্ধি করবে, তখনই তোমাদের আর ভয় থাকবে না এটা জেনে যে, আল্লাহ্‌র সাহায্য আমাদের সঙ্গে আছে এবং উপলব্ধি করবে যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-কে সাহায্য ও সমর্থন করার এই ওয়াদা চিরন্তন। তাই, আল্লাহ্‌র কৃপায় আমি কখনই কোনো ভয় বা স্নায়ুর চাপের সম্মুখীন হই নি যে, কতোটা বিশিষ্ট বা ক্ষমতাশালী নেতার সাথে আমি সাক্ষাৎ করছি।"

একজন প্রশিক্ষণার্থী মিশনারী প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর এই ইলহামের তাৎপর্য সম্পর্কে জানতে চান, যেখানে বলা হয়েছে যে, **"বাদশাহ্গণ তোমার কাপড় থেকে আশিস অনুসন্ধান করবে"**।

উক্ত ইলহামের ব্যাখ্যা করে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"এর অর্থ এই যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর প্রতিটি কর্ম, তাঁর প্রতিটি কথা এবং তাঁর পরিধেয় বস্ত্র - বরং প্রতিশ্রুত মসীহ্র (আ.) সাথে সংশ্লিষ্ট সবকিছুই আশিসমণ্ডিত । অতএব, এই ইলহাম অনুসারে, এমনকি মহান বাদশাহ্গণও একসময় প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর [ব্যবহৃত] কাপড়েরর টুকরা উপহার-প্রাপ্তিকেও বিশাল (মহান) আশীর্বাদ ও সম্মানের কারণ হিসেবে বিবেচনা করবেন।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

"এই যুগে প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর বাহ্যিক পোশাকের আশিস লাভ করা তো সম্ভব নয়। তাই, আমরা সবাই তাঁর শিক্ষার বাস্তবায়ন এবং তাঁর মিশনকে পূরণ করার চেষ্টার মাধ্যমেই তাঁর আশিসের অধিকারী হতে পারি। আমাদের উচিত তাঁর সত্ত্বা, তাঁর আগমন এবং তাঁর মাধ্যমে সংঘটিত ইসলামের মহান পুনরুজ্জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল আশিস অনুসন্ধান করা ... প্রতিশ্রুত মসীহ্র মাধ্যমেই সমগ্র বিশ্ব মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পতাকা-তলে ঐক্যবদ্ধ হওয়া নির্ধারিত ছিল। এই সব আশিস, যা প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) আমাদেরকে প্রদান করেছেন এবং এখন এগুলো থেকে উপকৃত হওয়া এবং বিশ্বের কোণায় কোণায় ছড়িয়ে দেওয়াই আমাদের দায়িত্ব।"

এরপর, হুযূর আকদাস উল্লেখ করেন যে, তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর আংটিটি পরেছেন, যার মধ্যে পবিত্র কুরআনের আয়াত উৎকীর্ণ রয়েছে, যা একবার প্রতিশ্রুত মসীহ্র কাছে ইলহাম হয়েছিল, "আল্লাহ্ কি তার বান্দার জন্য যথেষ্ট নন?"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যে আংটি আমি পরেছি, তাতে খোদিত আছে, 'আল্লাহ্ কি তার বান্দার জন্য যথেষ্ট নন?' এটা প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর আংটি। এর সাথে সংশ্লিষ্ট আশিস লাভের আকাঙ্ক্ষার কারণে আমি এটা পরে আছি। তাই, যাদেরই আশিসযুক্ত বাহ্যিক বস্তুগুলোর মধ্য থেকে কল্যাণ লাভের সুযোগ রয়েছে, তাদের উচিত সে-সব থেকে উপকৃত হওয়া। সর্বোপরি,

যেমনটি আমি বলেছি, প্রত্যেক জামেয়া ছাত্রের উচিত, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আধ্যাত্মিক আশিস অর্জনের চেষ্টা করা, আর সেই আশিস হল, তাঁর শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেওয়া এবং তাঁর মিশন ও উদ্দেশ্য পূরণ করার আশিস।"

ধর্ম-প্রচারের (তবলীগ) বিষয়ে একজন ছাত্র প্রশ্ন করেন, যখন কিছু মানুষ ধর্ম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং অন্যদের মাঝে চরমপন্থী প্রবণতা তৈরি হচ্ছে— এই উভয় ধরনের মানুষের মোকাবেলা করার সবচেয়ে ভাল উপায় কী হতে পারে?

এর উত্তরে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যারা ধর্ম থেকে দূরে সরে গেছে, তারা বস্তুবাদী হয়ে গেছে। আজকালকার বিশ্বে, মানুষের একটা বড় অংশ ধর্মের প্রতি আর আগ্রহী নয়। তাদের মধ্য থেকে, মুসলমানরা কম প্রকাশ করে যে, তারা ধর্ম-বিশ্বাস থেকে দূরে সরে গেছে, কিন্তু বাস্তবে, এমনকি তাদের পরিস্থিতিও বাকিদের মতোই। অন্যান্য ধর্মের লোকেরা খোলাখুলি প্রকাশ করে যে, তারা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। অতএব, নাস্তিকতা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। মানুষ বস্তুবাদের গ্রাসে পরিণত হয়েছে এবং পার্থিবতায় পরাভূত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এ ছিল সেই চিত্র যা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) শেষ যুগের (আখেরী জামানার) দিনগুলো বর্ণনায় উল্লেখ করেছিলেন এবং হুবহু এই পরিস্থিতির ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, যার ফলশ্রুতিতে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর আবির্ভাব হবে।"

যাদের মাঝে চরমপন্থী প্রবণতা রয়েছে তাদের কাছে ধর্ম-প্রচারের (তবলীগ) সর্বোত্তম উপায় সম্পর্কে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আমাদেরকে অবশ্যই চরমপন্থী প্রবণতা আছে এমন ব্যক্তিদের কাছে ইসলামের সত্য ও শান্তিপূর্ণ শিক্ষা উপস্থাপন করে তাদেরকে শিক্ষিত করতে হবে। প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) বলেন, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে সকল মানুষকে অবহিত করতে হবে। নিঃসন্দেহে, তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে অবহিত করা যে, ইসলামের দু'টি উদ্দেশ্য আছে। প্রথমত, মানুষকে আল্লাহ্‌র নৈকট্যে নিয়ে আসা এবং তাঁর অধিকারসমূহ পূরণ করা এবং দ্বিতীয়ত, মানুষের একে অপরের অধিকার পূরণ করা।"

ইসলাম সম্পর্কে যারা চরমপন্থী এবং বিভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা পোষণ করে থাকে, তাদের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হবে সে-সম্পর্কে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যারা চরমপন্থী, তাদেরকে আমাদের অবশ্যই বলতে হবে যে, ইসলামে চরমপন্থার কোনো স্থান নেই। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন অপরের কল্যাণ সাধনে পরিপূর্ণভাবে নিয়োজিত ছিল। মহানবী (সা.)-কে পবিত্র কুরআনে 'সমস্ত মানবজাতির জন্য রহমত-স্বরূপ ' (রাহমাতুল্লিল আলামিন) উপাধি প্রদান করা হয়েছে। কেউ কি এমন কোন একটি ঘটনাও বের করতে পারবেন যেখানে মহানবী (সা.) মানুষের ওপর যুদ্ধ-বিগ্রহ চাপিয়ে দিয়েছেন? কখনই নয়! পবিত্র কুরআনে যুদ্ধের সর্বপ্রথম যে নির্দেশনা এসেছে তা ২২:৪০-৪১ আয়াতসমুহে লিপিবদ্ধ। এ আয়াতগুলোতে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'লা বলেন, নিষ্ঠুরতার ক্ষেত্রে বিরুদ্ধবাদীরা সকল সীমা অতিক্রম করেছে এবং তাই তাদেরকে প্রতিরোধ করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে একটি প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়। সেখানে আরও বলা হয়, আল্লাহ্ তা'লা একদল লোককে বাধা দেন অন্য লোকদের মাধ্যমে এবং এসব লোক যদি তাদের অন্যায়-অত্যাচার চালিয়ে যায়, তাহলে ইহুদিদের কোনো উপাসনালয় [সিনাগগ], গির্জা কিংবা মন্দির কিংবা মসজিদ নিরাপদ থাকবে না। এভাবে, যখন আল্লাহ্ তা'লা যুদ্ধ করার আদেশ ও অনুমতি দিয়েছেন, তিনি তা করেছেন সমস্ত ধর্মের সুরক্ষার জন্য।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

"ইসলাম চরমপন্থার বিরোধিতা করে এবং এর সমর্থন করে না। মহানবী (সা.)-এর জীবন এই বাস্তবতার সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি কখনই চরমপন্থার সমর্থন করেন নি। তিনি সবসময়ই ক্ষমা সুলভ আচরণ করতেন এবং ক্ষমার সবচেয়ে

বড় উদাহরণ স্থাপন করেন মক্কা বিজয়ের সময়, যখন তিনি মক্কাবাসীদেরকে বলেছিলেন, 'আজকের দিনে তোমাদের ওপর কোনো দোষ বর্তাবে না।' তিনি একথাগুলো তাদেরকে বলেছিলেন, যারা কঠোর অত্যাচার এবং অতুলনীয় নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেছিল। সুতরাং, আমাদেরকে অবশ্যই চরমপন্থীদের কাছে এটা উপস্থাপন করে জিজ্ঞাসা করতে হবে, তারা কোন্ ধরনের অন্যায় কর্মের সাথে জড়িত হয়েছে! এটা মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা ছিল না ... পবিত্র কুরআন এমন-সব দয়াপূর্ণ শিক্ষায় পরিপূর্ণ এবং মহানবী (সা.)-এর সুমহান চরিত্র ও সুন্নাহ্ (রীতি-নীতি) এবং তাঁর প্রতিটি মুহূর্ত এই বাস্তবতার সাক্ষী যে, তিনি সবসময় ভালবাসা, দয়া ও শান্তির শিক্ষা চর্চা করতেন। এগুলোই হলো সেই-সব শিক্ষা, যা আপনাদেরকে অবশ্যই মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।"

একজন ছাত্র উল্লেখ করেন যে, তিনি যখন অ-আহমদী মুসলমানদের কাছে ধর্ম-প্রচার (তবলীগ) করার চেষ্টা করেছিলেন, তাদের কেউ কেউ তা শুনতে অনিচ্ছুক ছিলেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"এটা তাদের দুর্ভাগ্য যে, তারা সত্য শুনতে চায় না। তাদের জন্য দোয়া কর। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর প্রচার তাদের কাছে করবে না। প্রথমত, তাদের জন্য দোয়া কর, যেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে নরম করেন। দ্বিতীয়ত, তাদেরকে বল যে, 'অন্ততপক্ষে আপনি একজন মুসলমান, তাই আসুন আমরা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন, তাঁর সাহাবীদের জীবন এবং পবিত্র কুরআনের আদেশাবলী নিয়ে কথা বলি।' যখন তারা দেখবে যে, তুমি পবিত্র কুরআনের কথা বলছো আর এর শিক্ষাও অনুসরণ করছো এবং মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের প্রতি ভালবাসা ব্যক্ত করছো, তখন তারা তোমার সাথে আলাপ-আলোচনা জারি রাখবে। আর অবশেষে এমন এক সময় আসবে, যখন তারা বুঝতে পারবে যে, শিক্ষাসমূহ একই এবং তারা বলবে যে, তোমার আর কী বলার আছে তা শোনা যাক, আর এরপর তারা তোমার কথা শুনতে শুরু করবে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

"এর জন্য সময় লাগবে এবং ধৈর্যের প্রয়োজন হবে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে যে, 'তোমার পালনকর্তার (রব) পথে প্রজ্ঞা (হিকমত) ও সদয় উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান করো।' যদি তারা একভাবে শুনতে না চায়, তবে অন্যভাবে চেষ্টা কর। আমি একটি পদ্ধতির উল্লেখ করলাম, কিন্তু তুমি তোমার পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আন্যান্য উপায় অনুসন্ধান করতে পারো যে, কীভাবে এই জাতীয় লোকদেরকে বোঝানো যায়। আর অপর দিকটি হচ্ছে দোয়া। দোয়া অত্যন্ত শক্তিশালী ও দৃঢ় একটি বিষয় এবং যদি তুমি তাদের জন্য দোয়া কর, তবে আল্লাহ্ সবকিছু করার ক্ষমতা রাখেন। তিনিই সর্বাধিপতি। যদি আল্লাহ্ তা'লা মনে করেন যে, এদের অন্তর কোমল হওয়া উচিত এবং এদের সমাপ্তি ভাল (মঙ্গলময়) হওয়া উচিত, তবেই তিনি তাদের অন্তরকে উন্মুক্ত করে দিবেন। যা-ই হোক, আমাদের পক্ষ থেকে সবসময় পথ দেখানোর চেষ্টা করা উচিত এবং হাল ছাড়া ঠিক নয়। মহানবী (সা.)-কে এই আদেশই দেওয়া হয়েছে যে, তিনি যেন এই বাণী পৌঁছে দেন আর প্রচার করেন, কিন্তু এটি তোমার দায়িত্ব নয় যে, যাদের কাছে তুমি প্রচার (তবলীগ) করছো, তাদেরকে অবশ্যই তা বিশ্বাস করতে হবে।"